গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)", বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২৩ - ৩০ শে জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৫
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলি	৬
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৯
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১০

"৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৪ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

মাননীয় **প্রধানমন্ত্রীর** প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্খিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ''বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'' নামে একটি মহাপরিকল্পনা গত ০৪-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে একনেক (EC-NEC) অনুমোদন করেছে। আলোচ্য ''৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পটি ''বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'' বাস্তবায়ন এর জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প তালিকার Capital CC 1.43: "Revitalization of khals of all over the country" এর প্রথম প্রকল্প। আলোচ্য প্রকল্পটি ''বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'' এর লক্ষ্য-৪ এর অন্তর্গত এবং লক্ষ্য-১, লক্ষ্য-২ ও লক্ষ্য-৬ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। মাননীয় **প্রধানমন্ত্রীর** নির্দেশনায় ''বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'' বাস্তবায়নের লক্ষ্য এবং বর্ণিত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় খাল, জলাশয় ও ছোট নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি, পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে উপর্যুক্ত অঙ্গসমূহ পুনঃখনন করার নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

''বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'' এর প্রথম প্রকল্প হিসেবে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ২২৭৯৫৪.৬১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৭-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) (EC-NEC) এর সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩৯.১৪.০২৫.১৮-১৮১ তারিখঃ ৩০-০৬-২০২০ খ্রি. মোতাবেক "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ও ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ব্যয়- ২২৭১১৩.৬৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি. হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পটির ২য় সংশোধনী গত ২৭-০২-২০২২ খ্রি. তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে প্রকল্পটির অনুমোদিত সংশোধিত ব্যয়- ২২৫৬৮৪.৮৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন,২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশের ৩৭৫টি উপজেলা ও ২টি সিটি করপোরেশনে ৬৬৮ টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের মোট ৫২৬২.০৬৬ কিঃমিঃ পুন:খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পুনঃখনন কাজ বাপাউবো এর মাঠ পর্যায়ের ৭০ টি বিভাগীয় দপ্তরের অধিক্ষেত্রের আওতাভূক্ত। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখননের জন্য মোট ৭৯৮টি প্যাকেজের কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে। বর্তমানে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪৬১৭.৪০০ কিঃমিঃ পূর্ণ এবং ১২৫.০০ কিঃমিঃ আংশিক পুন:খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ৩.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি; ২০০০.০০ কিঃমিঃ নৌ চলাচলের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং ৬.০০০ লক্ষ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বন্যা ও জলাবদ্ধতা ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এই তিনটি বৃহৎ নদী প্রণালীর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১ বিলিয়ন টন পলি বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এ রিভার সিস্টেমের মাধ্যমে পলি ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন শাখা ও উপ শাখায়। ফলে নদী ও খালসমূহ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে নদীর নাব্যতা, কমে যাচ্ছে সেচ প্রদানের জন্য পানির প্রাপ্যতা। কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য কৃষকগণ ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হচ্ছে। ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে এবং আর্সেনিকের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে জলাবদ্ধতার কারনে ফসলহানি এবং খাল, জলাশয়, ছোট নদী ভরাটের ফলে জীব-বৈচিত্রের ও পরিবেশের উপর ব্যাপক ঋনাত্মক/বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গসমূহ (ছোট নদী /খাল/ জলাশয়) দীর্ঘদিন পুনঃখনন না করায় ও বাপাউবো-এর হুকুম দখলীকৃত জমি না থাকার কারণে স্থানীয় লোকজন দখল করায় অনেক স্থানে খনন কাজ ব্যাহত, খননকৃত/ উত্তোলিত মাটি (Spoil earth) রাখায় বিঘ্ন এবং ছোট নদী/খালের পাড়ে অবৈধভাবে ঘর-বাড়ী, দোকানপাট নির্মাণ ও বৃক্ষরোপন করায় অনেক স্থানে কাজ বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ করোনার ১ম ও ২য় ঢেউ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, ঘূর্ণীঝড় আম্পান, যশ, ফণি ইত্যাদি কারণে এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ স্বল্পতার জন্য কাজের বাস্তব অগ্রগতি আপাত লক্ষ্যমাত্রায় অর্জন করা সম্ভব হলেও প্রকল্প পরিকল্পনা মোতাবেক যথেষ্ট নয়।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৩২০.১৯ কোটি টাকা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটি "বি" ক্যাটাগরিভূক্ত করায় এবং পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১১৯.১৪.১৩২.২২/১০৮ তারিখঃ ০৬-০৪-২০২৩ খ্রি. মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ২৮০.০০ কোটি টাকা পুনর্বিন্যাসকৃত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি , দীর্ঘস্থায়ী বন্যা ও ঘূর্ণীঝড় আম্পান/যশ, প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি, এডিপি ও আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ স্বল্পতা এবং BS, RS, SA ও কোন কোন ক্ষেত্রে CS মৌজা ম্যাপে খাল/ নদীর অবস্থান সুস্পষ্ট না থাকার কারণে এবং স্থানীয় জনগণের আপত্তি/ বাঁধা ও অন্যান্য বাস্তব সীমাবদ্ধতা ও যৌক্তিক কারণে আলোচ্য প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে প্রকল্পটির সমাপ্তির সময় আরও ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময় বর্ধিতকরণের প্রস্তাবনা পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে গত ১৯-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে উক্ত প্রস্তাবনা নির্দিষ্ট ছকে পূরণ পূর্বক গত ০৫-০৩-২০২৩ খ্রি. তারিখে (১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (২) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির সময় বর্ধিতকরণের কাজ পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে SDG 6 (Water SDG) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে (SDG 13) ভারসাম্যহীন পরিবেশ মোকাবেলার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রাণালয় হতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তথ্য/উপাত্ত প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে পরামর্শ করে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সমন্বিতভাবে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ বৎসর মেয়াদি প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ৫৩০৮ টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের মধ্যে "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মাত্র ৬৬৮ টি ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় অর্থাৎ শতকরা আনুমানিক ১০ ভাগ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯০৯ টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন এর প্রস্তাব করা হয়েছে, বর্ণিত ডিপিপিটি বর্তমানে বিদ্যমান Standard Schedule of Rates-2023 অনুযায়ী পুনর্গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ও পর্যায়ক্রমে পুনঃখনন করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ২৩০.০০ কিঃমিঃ ছোট নদী/ খাল ও জলাশয় পুনঃখনন কার্যক্রম;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ২৫.০০ কিঃমিঃ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত), বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ....১৫.........তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

১) জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মরুকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২) খাল খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৩) নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাঙ্গনরোধের লক্ষ্যে নদী ড্রেজিং;

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১] পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারণী কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ;	৭০.০০	[১.১] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভূক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.১.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৫০.০০	১২৫০.৪০	৩৮০.০০	২৩০.০০	২১০.০০					
		[১.২] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[১.২.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	সমষ্টি	কিঃমিঃ	২০.০০	৩০০.০০	৪১.০০	২৫.০০	২৩.০০					

আমি, প্রকল্প পরিচালক, "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)", বাপাউবো হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

প্রকল্প পরিচালক, "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)"	১৫/০৬/২০২৬ তারিখ
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৫-০৬-২০২৬ তারিখ

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারণী কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ;	[১.১.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী
	[১.২] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[১.২.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	ঐ